বিভিন্ন ধরনের দূষণ প্রক্রিয়া ও সংরক্ষণ ব্যবস্থার অভিজ্ঞতা থেকে দেখা যায় যে, উন্নয়ন ও পরিবেশের মধ্যে আমরা সংযোগ স্থাপন করতে পারিনি। সীমিত প্রাকৃতিক সম্পদের অত্যধিক ব্যবহারের ফলে অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য আমরা জলে স্থলে অন্তরীক্ষে দূষণ দেখতে পাই। প্রাকৃতিক সম্পদের উত্তরোত্তর হ্রাস ও দূষণ পরিবেশের পক্ষে আর বহনীয় নয়। ফলে পৃথিবীতে মানুষের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখা অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে। বিভিন্ন ধরনের দূষণ, অম্লবৃষ্টি, নিরক্ষীয় অরণ্যের সংকোচন, ওজোন স্তরে ছিদ্র এবং ভূমণ্ডলীয় তাপন ইত্যাদি আমাদের অবিবেচক পরিবেশ শোষণের সম্পর্কে সচেতন করেছে। এরই ফলে আমরা পরিবেশের গুণমান নির্ধারণের নিরাপদ সীমা নির্দিষ্ট করতে বাধ্য হয়েছি এবং পরিবেশ-আইন ও আইন-অমান্যকারীর শাস্তি বিধান প্রণয়ন করেছি।

পরিবেশ সুরক্ষার জন্য যে সমস্ত আইন ও বিধি প্রণয়ন হয়েছে তার মধ্যে মুখ্যগুলি হল—

(১) পরিবেশ (সংরক্ষণ) আইন, ১৯৮৬।

(২) পরিবেশ (সংরক্ষণ) বিধি, ১৯৮৬।

(৩) বিপজ্জনক বর্জ্য (তদারকি ও পরিচালন) বিধি ১৯৮৯।

(৪) বিপজ্জনক রাসায়নিক পদার্থের উৎপাদন, গুদামজাতকরণ এবং আমদানি সংক্রান্ত বিধি, ১৯৮৯।

(৫) বিপজ্জনক জীবাণু ও জেনেটিক প্রযুক্তির সাহায্যে সৃষ্ট শেষ এবং জীবাণুর উৎপাদন, আমদানি, রপ্তানি ও গুদামজাতকরণ সংক্রান্ত বিধি, ১৯৮৯।

(৬) জল (প্রতিরোধ ও দূষণ নিয়ন্ত্রণ) আইন, ১৯৭৪, ১৯৭৮ সালে এটি সংশোধন করা হয়।

(৭) জল (প্রতিরোধ ও দূষণ নিয়ন্ত্রণ) সংশোধিত আইন, ১৯৮৮।

(৮) জল (প্রতিরোধ ও দূষণ নিয়ন্ত্রণ) সেস আইন, ১৯৭৭।

(৯) জল (প্রতিরোধ ও দূষণ নিয়ন্ত্রণ) সেস (সংশোধিত) আইন, ১৯৯১।

(১০) বেঙ্গল স্মোক নুইসেন্স আইন ১৯০৫ (১৯৮০-র ১লা মার্চ পর্যন্ত এই আইন সংশোধিত হয়েছে)।

(১১) ভারতীয় বয়লার আইন, ১৯২৩।

(১২) খনি ও খনিজদ্রব্য (নিয়ন্ত্রণ এবং উন্নয়ন) আইন, ১৯৪৭।

(১৩) ফ্যাক্টরি আইন বা কলকারখানা সংক্রান্ত আইন, ১৯৪৮।

(১৪) শিল্প (নিয়ন্ত্রণ এবং উন্নয়ন) আইন, ১৯৫১।

(১৫) পশ্চিমবঙ্গ মোটর ভেহিক্‌ল্ আইন ও নির্দেশাবলী।

(১৬) বায়ুদূষণ (প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ) আইন, ১৯৮১।

(১৭) পরিবেশ (সংরক্ষণ) তৃতীয় সংশোধিত বিধি, ১৯৮৯।

১৯৮৬ সাল থেকে ভারতবর্ষে পরিবেশ সম্পর্কিত মামলা নিষ্পত্তি করার জন্য গ্রিন বেঞ্চ সুপ্রিম কোর্টের আদেশ-অনুসারে কলকাতা হাইকোর্টে তৈরি হয়েছে। বিভিন্ন ধরনের দূষণ রোধ করার জন্য যে সকল আইনী ব্যবস্থা হয়েছে, তা অনুযায়ী শাস্তিবিধান এই বেঞ্চের আওতায় পড়ে। পরিবেশ সংরক্ষণ আইনের সঠিক প্রয়োগ ও পরিবেশ বিনষ্টকারী ব্যক্তি বা সংস্থাকে শাস্তি দেওয়ার উদ্দেশ্যে এই বিচারব্যবস্থা কাজ করে।

পরিবেশ সংরক্ষণের ব্যাপারে আন্তর্জাতিক স্তরে বিভিন্ন অধিবেশন, কনভেনশন ও সম্মেলনে মত বিনিময় হয়েছে। ১৯৭২ সালে ইউনাইটেড নেশন কনফারেন্স অন হিউম্যান এনভায়রনমেন্ট, স্টক হোম, সুইডেনে অন্তঃরাষ্ট্রীয় (বিভিন্ন